স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কবিতায় আন্দোলন

(১৯৫০-২০০০)

সম্পাদনা
অর্ঘ্য ব্যানার্জী
শুকদেব ঘোষ

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কবিতায় আন্দোলন

(১৯৫০-২০০০)

সম্পাদনা
অর্ঘ্য ব্যানার্জী
শুকদেব ঘোষ

Swadhinata Uttar Kobitai Andalon (1950-2000)
by Arghya Banerjee, Sukdev Ghosh

ISBN : 978-93-92315-87-9

প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ, ১৪৩০

গ্রন্থস্বত্ব : অর্ঘ্য ব্যানার্জ্জী

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রচ্ছদ : অর্পণ

বর্ণ সংস্থাপন : মহঃ আসিফ

বার্ণিক প্রকাশন-এর পক্ষ থেকে মধুসূদন রায় কর্তৃক চিন্তামণিপুর,
কৈয়ড়, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪২৩ থেকে প্রকাশিত এবং
শরৎ মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত

প্রকাশনা দপ্তর
বার্ণিক বইবিতান, ২নং পাকমারা লেন, বর্ধমান-৭১৩১০১
চলভাষ : ৮৩৯১০৫৮৫০১
Mail : amdrbarnik@gmail.com
এবং barnikbooks@gmail.com

৩৮০ টাকা

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতায় নকশালবাড়ি আন্দোলন ১০১
মধুপর্ণা মুখার্জি

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা : সাহিত্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০৯
জয়শ্রী মান্না

'শতভিষা' : ঐতিহ্যে আত্ম-আবিষ্কারের এক নিঃসঙ্গ আধুনিক ১১৮
অজিত ত্রিবেদী

কৃষ্ণা বসুর কবিতা : প্রসঙ্গ নারীবাদ ১৩৭
আকবর হোসেন

নারীবাদী আন্দোলনের আবহে মল্লিকা সেনগুপ্তর কবিতা ১৪৫
স্বাগতা গুপ্ত

জরুরি আইন ও বাংলা কবিতা ১৫২
প্রদীপকুমার পাত্র

'চান্দ্রভাষ' : উজ্জ্বল ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত চন্দ্রিমা ১৫৯
অমৃতেন্দু মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যে 'হাংরি' ও 'শ্রুতি' আন্দোলন : ১৭১
প্রেক্ষিত ষাটের দশকের বাংলা কবিতা
বাপী কুশারী

ভাষার ঐকান্তিকতা ও প্রতিবাদের দ্যুতিতে বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ১৭৯
সুমন্ত মণ্ডল

সাম্যবাদী আন্দোলন ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয়-আশয় ১৮৫
শুকদেব ঘোষ

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতায় নকশালবাড়ি আন্দোলন

মধুপর্ণা মুখার্জি

'রাত্রি হলে মগজ-ভর্তি দেহদ্রোহী চিন্তা আসে,
দিগন্তে লাল উল্কা গড়ায় — কচি গরম রক্ত ঘাসে,
ঘেরাও এবং তল্লাসীতে কম বয়েসী কল্‌জে ফাটায়
যখন তখন গুলি চলে যাদবপুর বা বেলেঘাটায়'
('সুচরিতাসু'/'গান্ধীনগরে রাত্রি')

মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮-২০১৪) 'নিছক রোমান্টিকতা' বা 'বিশুদ্ধ শিল্প' হিসেবে কবিতাকে গ্রহণ করেননি। পারিপার্শ্বিকতার ছাপ দ্বান্দ্বিক নিয়মেই তাঁর শব্দ ব্যবহারে ধরা পড়েছে। গীতা, উপনিষদ, বেদ, কোরান, বাইবেল ছাড়াও পড়েছেন মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন। আত্মস্থ করেছেন এই উপলব্ধি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শোষিত মানুষ আর স্বদেশের প্রতি ভালোবাসাই ধর্ম। সত্তরের দশক, 'ছিন্নমস্তার রক্তের দশক' হয়ে উঠলে 'সেই জল্লাদ সময়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্যই"[১] তাঁর 'গান্ধীনগরে রাত্রি'র (১৯৭৪) কবিতাগুলির জন্ম। তবে শুধুমাত্র 'উৎকণ্ঠ শর্বরী' (১৯৭১), 'গান্ধীনগরে রাত্রি'র কবি নন তিনি। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই তাঁর পরিচয়।

কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ছেন (১৯৫৭-৫৯) তখন। গাঁজা, মদ, কোকেন, এল.এস.ডি সেবন করেন না এবং সমকামী নন জেনে বিট জেনারেশনের কবি অ্যালেন গিল্‌স্‌বার্গ ঘোষণা করেছিলেন মণিভূষণের পক্ষে ভালো কবিতা লেখা সম্ভব নয়। বেঁচে থাকাটা জোরদার বুঝে নিতে তরুণ বাঙালি কবিদের অনেকেই তখন শরীরে মনে বোহেমিয়ান হয়ে ওঠার সাধনায় ব্যস্ত। কিন্তু মফস্বলের এই ছেলেটি পারিবারিক 'গোঁড়ামি'তে যেমন বন্দী হননি, তেমনি যুগের হাওয়াতেও ভেসে যাননি। পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতার ঐতিহ্য আর জীবনকে উপলব্ধির দৃষ্টি তাঁকে জ্ঞানপিপাসু করেছে। অবিভক্ত বাংলার সীতাকুণ্ডের (চট্টগ্রামে) বৈচিত্র্যময় সুখের জীবন থেকে ১৯৪৯-এর জুলাইতে বড়ো দাদার কর্মস্থল আসানসোলে আসেন। তারপরে নৈহাটি,ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে কলকাতার মূল স্রোতে,পড়বার সুত্রে এসে পড়া। আই.এ. পড়বার সময় থেকেই 'কবিতা', 'দেশ', 'পরিচয়' পত্রিকায় রীতিমতো লেখালেখির শুরু। তারপর কফি হাউসে দেশি-বিদেশি সাহিত্যচর্চার আলোচনায় মুষ্টিমেয় সহপাঠীদের পেয়েছিলেন তিনি। জীবনকে চিনছিলেন বৃহত্তের প্রেক্ষাপটে। মণিভূষণ লিখছেন, 'তখনই গিল্‌স্‌বার্গকে কেন্দ্র করে